সংবাদ

তারিখ ... 22 APR 2019 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

# স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সর্বজনীন করতে হবে

ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণী কক্ষে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকার স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে নতুন করে দেশের ৮০টি উপজেলায় প্রাথমিক স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এখানে বলা হচ্ছে, দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার সব স্কুলকে এ প্রোগ্রামের আওতায় নাকি আনা হবে। অন্যদিকে জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও ইউরোপিয়ান কমিশনের সহায়তায় ১৫ এপ্রিল থেকে রাজধানীর দারিদ্র্যপীড়িত কয়েকটি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৩ হাজার ৫শ' শিশুকে দৈনিক ৭৫ গ্রাম পুষ্টিসমৃদ্ধ ভিটামিন ও খনিজ লবণযুক্ত বিস্কুট বিতরণ শুরু করেছে। কর্মকর্তারা বলছেন, এ বিস্কুটে ৩৩৮ কিলো ক্যালরি খাদ্যশক্তি আছে। রাজধানীর সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও পরিচালিত ৬৬৮টি স্কুলকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। দেশের ৬টি বিভাগের ১০টি উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলতি বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে শুরু হবে। বাকি ৭০টির জন্য কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে। সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

রাজধানীর বাইরে জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও ইউনিসেফের সহায়তায় বর্তমানে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমটি কিশোরগঞ্জ জেলার ৫টি, কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি ও গাইবান্ধা জেলার ৩টি উপজেলায় চালু আছে। এছাড়া রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার ৫টি করে উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের ৪ হাজার ৪শ' শিশুকে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। আর সরকারের ৮০ উপজেলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সরকারের ব্যয় হবে ৮০১ কোটি টাকা। দক্ষিণাঞ্চলের সিডরবিধ্বস্ত এলাকায় যে ফিডিং কার্যক্রম চলছে তা আগামী জুন মাসে শেষ হবে।

একটি খবরে বলা হচ্ছে, বর্তমানে পরিচালিত স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। সরকারের কর্মসূচি, জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচি এবং ইউনিসেফের সহায়তা মিলে দেশের সামান্য কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এমনকি রাজধানীতেও সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজটি করা হচ্ছে না। 'কয়েকটি' বিদ্যালয় এ কর্মসূচির আওতায় আনা হলে সেগুলো নির্বাচন করার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ঠিক করার উপায় নেই। তেমনি রাজধানীর বাইরে কোন এলাকা দারিদ্র্যপীড়িত আর কোন এলাকা নয় তা নির্ধারণ করারও সর্বজন গ্রাহ্য পদ্ধতি নেই।

সরকার যদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করতে চায় তবে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে চালু করতে হবে। এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। কেননা 'নিড বেইজড' কর্মসূচি বাস্তবায়ন আমাদের দেশে সম্ভব নয়। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়ে দেখা গেছে বিদ্যালয়ের সব ছাত্রকে এই কর্মসূচির আওতায় না আনার ফলে নানা ধরনের অসন্তোষ ও বৈষম্যের ঘটনা ঘটেছে। শুধু ৮০টি উপজেলায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প চালু করলে দেশের অন্য সব উপজেলায় কি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী নেই? শহর ও পৌর এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে একই কথা বলা চলে। একথা ঠিক, দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি এবং দাতাগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা এ কর্মসূচিতে সহায়তা করতে পারে। সেজন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি শুরু ও বাস্তবায়নের কাজটা শুরু করার সময় নজর দিতে হবে কর্মসূচিটি যেন সর্বজনীন হয়, তা না হলে কর্মসূচিটি নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে কর্মসূচিটি যেন মাঝপথে বন্ধ করে দিতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তা যদি করা হয় তবে তা শুধু অমানবিকই হবে না, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তা ক্ষতিকরই হবে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করতে এক ধরনের ব্যবস্থাপনাও সৃষ্টি করতে হবে। সব মিলিয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করার জন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দাবি করছি, কর্মসূচিটি যেন পর্যায়ক্রমে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়।